ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে শিক্ষার গুরুত্ব সবার বোঝা দরকার

ক্যাম্পাসের অশান্তি থামাতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৭ মে ২০২৫, ১২:০০ এএম

শিক্ষার্থীরাই ছিল এবারের গণ-অভ্যুত্থানের মূল কুশীলব। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের হাত ধরেই সব বড় আন্দোলন-সংগ্রামের সাফল্য এসেছে। অন্যরা সূচনা করলেও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছাড়া আন্দোলন বড় আকারও নেয়নি, সফলও হয়নি। এবার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সূচনা এবং পরিণতি সবই ছাত্রদের হাতেই হয়েছে। পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার গঠনেও তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আন্দোলনের তিনজন ছাত্রনেতা সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে ভেতরেই রয়েছেন। ফলে আশা করা গিয়েছিল, এই সরকারের আমলে অন্তত ক্যাম্পাসভিত্তিক অস্থিরতা কমে যাবে। কিন্তু ঘটনা চলছে তার বিপরীতে। উপদেষ্টা বা ছাত্রনেতাদের পক্ষে বিভিন্ন সরকারি বিশ^বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে উদ্ভূত অশান্ত পরিবেশ থামানো সম্ভব হচ্ছে না। এতে বোঝা যায় তাদের নেতৃত্বের পরিধি এতটা বিস্তৃতও নয়, দীর্ঘস্থায়ীও হয়নি।

UNIBOTS

খুলনা বিশ^বিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগ নিয়ে আন্দোলন চলছে, বরিশালে শেষ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের প্রদত্ত উপাচার্য ও অন্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সরকারই অপসারণ করেছে। জগন্নাথে ছাত্র-শিক্ষক মিলেই আন্দোলনে নেমেছেন, আর সর্বশেষ ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ে ছাত্র নিহতের ঘটনা থেকে উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে। রাজশাহীতে কিছুদিন আগেই আন্দোলন হয়ে গেছে। আমাদের ছাত্রসমাজ সেই পাকিস্তান আমল থেকেই রাজনৈতিক দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে আসছে। ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম বা নব্বইয়ের এরশাদবিরোধী গণ-আন্দোলন কিংবা এবারে হাসিনা সরকারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানÑ সবগুলোতে তারাই ছিল মূল ভূমিকায়। কিন্তু ছাত্ররাই আন্দোলনের মূল কারিগর এবং ক্যাম্পাস তার সূতিকাগার হলেও তা কার্যত বিভিন্ন দলের অনুসারী হিসেবেই রাজনীতিতে যুক্ত থাকে। এদিকে দেশের দলীয় রাজনীতি বড় কয়েকটি দলের মধ্যে বিভাজিত। ফলে ছাত্ররা একসঙ্গে বড় আন্দোলন করলেও দ্রুত বিভক্তও হয়ে যায়। এ নিয়ে আন্তর্দলীয় কোন্দল, হানাহানি সব ক্যাম্পাসের একটি বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা স্বার্থ বিবেচনায় এ রকম দ্বন্দ্বে শিক্ষকরাও যুক্ত হন এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটান। এ অবস্থায় অনেকবারই ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব ও বিবেচনাও সামনে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের চাপে এবং নাগরিক সমাজের দোলাচলে তা কার্যকর হয়নি। আর এবার একটি সফল গণ-অভ্যুত্থানের পরে এ ধরনের কোনো বিষয় ভাবারও সুযোগ নেই। কিন্তু সামনের দিকে এগোতে হলে শিক্ষাই তো মূল অবলম্বন এবং উচ্চশিক্ষার মান বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের মনে হয়, বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে, ছাত্রসংগঠনের নেতাদের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আলোচনা শুরু করা দরকার। উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব এর সব অংশীজন অনুধাবন করলেই একমাত্র ক্যাম্পাসে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এই কাজে আলোচনার পাশাপাশি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ও হলে ছাত্রসংসদ নির্বাচন হওয়া জরুরি। সব ক্যাম্পাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং এর পরে বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শুরু করা দরকার। এভাবে বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মানসলোক হতে হবে অনেক বড়, বৈচিত্র্যময় এবং সৃজনশীলতা ও মননশীলতায় সমৃদ্ধ। অতিরাজনীতি ও ক্রমাগত আন্দোলনের চাপে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার বিবেচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এভাবে আমরা একালের এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পিছিয়ে যাব। ফলে বিষয়টি নিয়ে সবারই ভাবা দরকার, জরুরি ভিত্তিতেই ভাবা প্রয়োজন।